মণ্ডলী নিজের জন্য কি করে ?

পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কিভাবে মণ্ডলী একটি দেহ। আমরা দেখেছি, মানুষ একজন থেকে আর একজন আলাদা হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে একতা থাকবে। কিভাবে আমরা অন্যদের সাহায্য করতে পারি এই মনোভাব নিয়েই আমরা অধ্যায়টি শেষ করেছি।

এই অধ্যায়টি ও পূর্বের একই বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা করব। অন্য বিশ্বাসীদের জন্য আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। যদি আমরা সেই দায়ীত্ব অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি (Share) না করি, বা তাদের শক্তিশালী না করি, তবে তাদের যে সাহায্যের প্রয়োজন, তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করি। এই অধ্যায়টি খ্রীষ্টের মণ্ডলীর প্রতি আপনার যে দায়িত্ব, তা পালন করতে সাহায্য করবে।

এই অধ্যায়টি ব্যক্তিগত। এটা আপনার জন্য, যেন আপনি তা কাজে প্রয়োগ করেন। আপনাকে অবশ্য আপনার করণীয় খুঁজে বের করতে হবে এবং তা সম্পন্ন করতে হবে। মণ্ডলীতে আপনার করণীয় সম্পর্কে অনেক

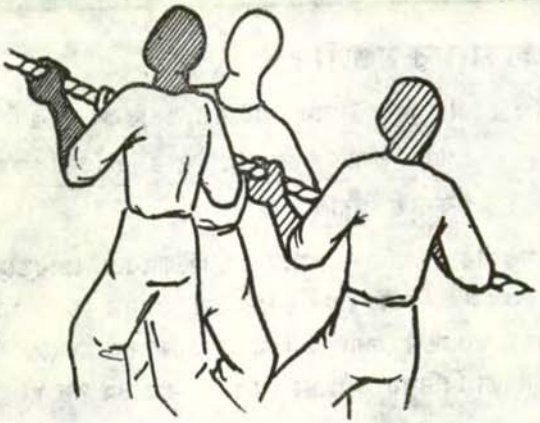

কিছু আপনি শিখতে পারেন। কিন্তু তা কোনই কাজে আসবে না, যদি আপনি বা অন্যেরা তা কাজে ব্যবহার না করে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন, তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন।

এই অধ্যায়ে আপনি পাবেন .....

সাক্ষ্যদানের মণ্ডলী।
শক্তিশালী মণ্ডলী।
পবিত্র মণ্ডলী।

এই অধ্যায় আপনাকে সাহায্য করবে .....

- কিভাবে বিশ্বাসীগণ একজন অন্যজনকে সাহায্য করে, তার তিনটি উপায়ের বর্ণনা দিতে।
- অন্যের জন্য আপনার দায়িত্ব খুঁজে বের করতে।

সাক্ষ্যদানের মণ্ডলী ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ কি কি উপায়ে বাইবেল ভিত্তিক সহভাগিতা গড়ে তুলতে পারেন, তার তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

মণ্ডলীর প্রাথমিক সময়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রেরিতদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাদের সঙ্গে সহ-ভাগিতা রাখতেন এবং প্রার্থনা ও খাবারের সময়ে এই সহভাগিতা বিনিময় করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪২ পদ)।

সহভাগিতা শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, সাহায্য করা এবং সাক্ষ্যদান। এই সাক্ষ্যদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

পৌল যখন কারাগারে ছিলেন, যখন তিনি সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ফিলিপী মণ্ডলীর প্রতি লেখা তার চিঠিতে তিনি সহভাগিতা সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি সুসমাচারে সহভাগিতা (ফিলিপীয় ১ ঃ ৫ পদ) আত্মার সহভাগিতা (ফিলি ২ ঃ ১ পদ) দুঃখভোগের

সহভাগিতা (ফিলিপীয় ৩ ঃ ১০ পদ)। ক্লেশের সহভাগিতা (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৪ পদ) এবং দানের সহভাগিতা (ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৫ পদ) সম্বন্ধে লিখেছেন।

আপনার করণীয়

১। সহভাগিতা সম্বন্ধে আলোচনার উপর লক্ষ্য করুন। প্রাথমিক সময়ে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে যে সহভাগিতা ছি'ল, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

.....

.....

.....

২। সহভাগিতার মাধ্যমে কিভাবে আপনি অন্যদের সাহায্য করতে পারেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং সে বিষয়ে নিশ্চিত হন। যে সকল খ্রীষ্টিয়ানের সাহায্যের প্রয়োজন, তাদের নাম লিখুন।

.....

.....

.....

শক্তিশালী মণ্ডলী ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে সকল উপায়ে আপনি বাইবেল ভিত্তিক নৈতিক উন্নতি সাধনের অভ্যাস করতে পারেন তার বর্ণনা করতে পারা।

সহভাগিতা এবং নৈতিক উন্নতির পরস্পর সম্পর্ক আছে। সহভাগিতা কথার অর্থ, "পরস্পর একত্রিত হওয়া" এবং নৈতিক উন্নতির অর্থ হলো, গেঁথে তোলা বা শক্তিশালী করা। বিশ্বাসীগণ শুধু একত্রে থাকবে তা নয়, কিন্তু একজন আর একজনকে সাহায্য করবে।

যদিও বিশ্বাসীদের নিজেদিগকে বিশ্বাসে গেঁথে তুলবার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই (যিহুদা ২)। তথাপি অন্যদের গেঁথে তোলা ও তাদের দায়িত্ব। যখন খ্রীষ্টিয়ানেরা পরস্পর মিলিত হয়, তখন প্রত্যেকেরই কিছু কিছু দায়ীত্ব থাকে যাতে একে অন্যকে সাহায্য করা যায়। যদিও তারা একজন অন্যজন থেকে ভিন্ন তথাপি এই সকলই মণ্ডলীর সাহায্যের জন্য হতে হবে। (১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ২৬)।

মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার এই প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। সাধু পিতর সতর্ক করে বলেন "সাবধান হও ..... কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পাইতে থাক (২ পিতর ৩ ঃ ১৭-১৮)।

মণ্ডলীর কথা বলতে গিয়ে পৌল বলেন প্রত্যেকজন দেখুক সে তাহার উপর কেমন করিয়া গাঁথে (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১০)। অনেক সময় দেখা যায় খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজেরাই গর্বিত হয়ে বা উচ্চাকাংখার বশবর্ত্তী হয়ে, মণ্ডলী গড়ার চেষ্টা করে। এই ধরণের কাজকে পৌল বলেন, কাঠ খড় বা বিচালী দিয়ে গাঁথা (১২ পদ)। প্রত্যেকের কাজ পরীক্ষা করা হবে।

বিশ্বাসীরা কিভাবে মণ্ডলী গাঁথার কাজে সাহায্য করতে পারে ? এর উত্তরে বাইবেল থেকে কিছু পরামর্শ পাওয়া যায়। একটি হলো, মণ্ডলীতে শান্তির জন্য কাজ করা। "সুতরাং যাহা শান্তিজনক যাহা পরস্পরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমরা যেন সেই সকল বিষয়ের অনুধাবন করি (রোমীয় ১৪ ঃ ১৯)। আরেকটি হলো অন্যদের উৎসাহ দান করা। সুতরাং তোমরা যেমন করিয়া থাক, সেইরূপে পরস্পরকে আশ্বাস দান কর এবং একজন অন্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর (১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১১)। অন্য আরেকটি হলো প্রেম "প্রত্যেক অংশ নির্দ্দিষ্ট পরিমানানুযায়ী সক্রিয় হওয়াতে দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে এইরূপে আপনাকে প্রেম ভাবেই গাঁথিয়া তুলে (ইফিষীয়

৪ঃ১৬)। এই সকলের মধ্যে হতে পারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ খ্রীষ্টের মত হওয়া বা খ্রীষ্টকে জীবনে প্রকাশ করা। "তাঁহাতেই দৃঢ়মূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও ও কৃতজ্ঞতায় উৎকর্ষ লাভ কর (কলসীয় ২ঃ৭ পদ)।

আপনার করণীয়

৩। ইফিষীয় ৪ঃ১১-১৬ পদ পড়ুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

ক) ১৩ পদে পৌল কি পার্থক্য দেখিয়েছেন ?

.....

খ) এই অংশের মধ্যে কতবার বৃদ্ধি এবং গাঁথা শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে ?

.....

গ) কেন খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে আত্মিক দানগুলি দেন (১১ পদ) ?

.....

৪। রোমীয় ১২ঃ৬-৮ পদে আত্মিক দানগুলির বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি। আসুন আমরা আর একটি

তালিকার প্রতি দৃষ্টি করি। ১ করিন্থীয় ১২ঃ ২৮ পদ পড়ুন এবং এই তালিকার মধ্যে আপনার মণ্ডলীতে যে দানগুলি আছে, তার পাশে × চিহ্ন দিন।

প্রেরিত .....
ভাববাদী .....
শিক্ষাগুরু .....
আশ্চর্য্য কাজ .....
আরোগ্যকারী শক্তি .....
অন্যদের সাহায্য করা .....
নেতৃত্ব .....
পবিত্র আত্মার দেওয়া ভিন্ন ভাষা .....

৫। প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করুন। মণ্ডলী গঠনে আপনি কি ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি আপনি মণ্ডলী বৃদ্ধির বাধা স্বরূপ হন, তবে প্রার্থনা করুন। আসুন আমরা মণ্ডলীকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হই।

পবিত্র মণ্ডলী

পবিত্র এবং পবিত্র লোক শব্দ দুটি পরস্পর সংযুক্ত। এর অর্থই হলো ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত। যারা পবিত্র লোক তারাই ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত। তারা আহুত

লোক। তারা পবিত্র হবে যেমন ঈশ্বর পবিত্র (১ পিতর ১ঃ১৬)। মণ্ডলীকে বলা হয়েছে পবিত্র মন্দির বা গৃহ (ইফিষীয় ২ঃ২১)। পবিত্র আত্মা এই মণ্ডলীর উপর বর্ষিত হয়েছে (১ যোহন ২ঃ২০)।

এক অর্থে বলা যায় মণ্ডলী খ্রীষ্টে পূর্ণতা লাভ করেন আবার অন্য অর্থে বলা যায় মণ্ডলী পূর্ণতার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। পবিত্রতা বলতে কোন সামান্য একটি অভিজ্ঞতা নয় বা কোন উৎসবও নয়। মণ্ডলী খ্রীষ্টেরই তৈরী। পৌল তার পত্রে ইফিষীয় মণ্ডলীকে লিখেছেন, পুরুষেরা তোমরা, আপন আপন স্ত্রীকে প্রেম কর। খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন এবং তাহার নিমিত্ত আপনাকে সমর্পন করিলেন, যেন তিনি বাক্যেতে জলস্নান দ্বারা শুচী করিয়া তাহাকে পবিত্র করিতে পারেন এবং আপনি সেই মণ্ডলীকে গৌরবান্বিত অবস্থায় আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহার কোন কলঙ্ক বা বিকৃতি বা এই প্রকার কোন কিছু যেন না থাকে এবং তাহা যেন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয় (ইফিষীয় ৫ঃ২৫-২৭)।

বাইবেল আমাদের বলে, পবিত্র বা পাপশূন্য হওয়ার জন্য আমাদের যা যা করণীয় সবই আমাদের করা উচিত। এস আমরা দেহের ও আত্মার সমস্ত মালিন্য হইতে নিজেদের শুচী করি ঈশ্বর ভয়ে সম্পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করি (২ করিন্থীয় ৭ ঃ ১)।

অন্য ভাবে বলা যায়, ঈশ্বরই আমাদের পবিত্র করেন। আসলে সত্যটি হলো যদি আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি, তা হলে প্রভু আমাদের শাস্তি দিবেন না। এর অর্থ হলো যদি আমরা নিজেদিগকে পরীক্ষা ও পাপ জীবনকে সংশোধন করি, তা হলে ঈশ্বর আমাদের পাপানুযায়ী শাস্তি দেবেন না।

১ করি ১১ ঃ ৩১-৩২ পদে আমরা পড়ে থাকি যে আমরা যদি আপনাদের চিনিতাম, তবে বিচারিত হইতাম না ঃ কিন্তু আমরা যখন বিচারিত হই, তখন প্রভুর দ্বারা আমরা শাসিতও হই যেন, জগতের সহিত দণ্ডিত না হই।

আপনার করণীয়

৬। নীচের প্রশ্নগুলিতে দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি নীচের খালি যায়গায় লিখুন।

ক) পবিত্রতা হল..... .....

(একটি উৎসব/একটি গতিশীল প্রক্রিয়া)

খ) কে বিশ্বাসীদের পবিত্র করে ?

.....

(কেবলমাত্র প্রভু/প্রভু এবং বিশ্বাসীরা)।

আমার একটি মেয়ে আছে। অনেক সময় যা ঠিক তা সে করে না। তখন আমি তাকে শাসন করি এবং যা ঠিক তা শিখবার জন্য আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। ঈশ্বরের বেলায় ও তা সত্য। তাঁর সন্তান হিসাবে আমি জানি যে, তিনি আমাকে শাসন করেন। যদিও আমি চাইনা যে, কেহ আমাকে শাসন করে তথাপি আমার জন্য তা উত্তম।

ইব্রিয় ১২ ঃ ৫-১১ পদ আমাদের বলে দেয় "ঈশ্বরের শাসন আমাদের জীবনে উৎসাহ আনয়ন করে এবং ঈশ্বরকে সম্মান করতে আমাদের শিক্ষা দেয় (৯ পদ)। আর তা আমাদের মঙ্গলের জন্য, যেন আমরা পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাই (১০ পদ)। অতএব ঈশ্বরের শাসনের কাছে আমাদের নিজেদেরকে সমর্পন করা উচিত।

যদি খ্রীষ্টেতে আমাদের ভাই অথবা বোন কোন অন্যায় করে, তবে তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। অন্যদের কাছে সেগুলি বলা আমাদের উচিত নয় বরং যে অন্যায় করেছে, তাকেই ব্যক্তিগতভাবে বলা ভাল। আমরা অন্যদের ভালবাসি এবং তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে চাই যেমন ঈশ্বর আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন।

অনেক সময় অবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে চায়না কারণ তারা দেখে যে, মণ্ডলীতে পাপ আছে। এইরূপ হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে সাধু পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। দেখুন ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ৬-৮, ১৩) মণ্ডলীকে পাপমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীর করণীয় কাজ করতে হবে।

আপনার করণীয়

১। নীচের প্রশ্নগুলির জন্য দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

ক) সহভাগিতা মানে .....
(পরস্পর আদান প্রদান/পবিত্র করা)

খ) নৈতিক উন্নতি মানে .....
(গেঁথে তোলা/পবিত্র করা)

গ) মণ্ডলী কার জন্য নিজেকে ভার্যারূপে প্রস্তুত করছে .....
(তার নিজের সৌন্দর্য্যের জন্য/খ্রীষ্টের জন্য)

ঘ) একজন বিশ্বাসী পাপ করলে আপনার দায়িত্ব হবে .....
(অন্যদের তা'বলা/ব্যক্তিগতভাবে তাকে বলা)

৮। এই অধ্যায়টিকে পুনরায় আলোচনা করুন। ২ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তরকে লক্ষ্য করুন। মণ্ডলীর জন্য আপনার আত্মিক দানগুলিকে এখনই ব্যবহার করবার সময়। স্মরণ রাখুন, খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে প্রেম করেছেন। প্রার্থনা করুন যেন, আপনি ও খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীকে তদ্রূপ ভালবাসতে পারেন। তা হলে আপনার পক্ষে সহজ হবে, সাক্ষ্য দিতে, মণ্ডলী গাঁথতে, এবং অন্যদের সাহায্য করতে যেন তারা পবিত্র হয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ের জন্য আপনার ছাত্র রিপোর্ট পূরণ করুন।

আপনার উত্তর

৮। এটা করা হলে পরে আপনি পরবর্ত্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত হবেন।

১। হতে পারে আপনার তালিকা আমার তালিকা থেকে ভিন্ন। আমার তালিকা ঃ—

প্রার্থনায়।
আহারে।
যাত্রায়।
সাহায্যে।
সমস্যার মধ্যে সাক্ষ্যদানে।

৭। ক) সাক্ষ্যদান।
খ) গেঁথে তোলা।
গ) খ্রীষ্ট।
ঘ) একাকী তাকে বলা।

২। আপনার উত্তর।

৬। ক) একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।
খ) বিশ্বাসীগণ এবং প্রভু।

৩। ক) শিশু ও পরিপক্ক লোকদের সঙ্গে পার্থক্য।
খ) চার বার।
গ) গেঁথে তুলতে।

৫। আপনার প্রার্থনা।

৪। আপনার উত্তর কয়েকটির পাশে × হওয়া উচিত।